সরকারী বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)ঃ প্রস্তুতকরণ, বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ

মোঃ হাসিবুর রহমান *

ভূমিকা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদ হতে ৯৩ অনুচ্ছেদ, এই মোট ১৩টি অনুচ্ছেদ বাজেট সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদগুলির কোনটিতেই বাজেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। বাজেট শব্দটি এসেছে ফরাসী "Bougete" শব্দ হতে এবং এর অর্থ ব্যাগ বা থলে। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দ হতে বাজেটের প্রবর্তন হয় সর্বপ্রথম বৃটেনে। বৃটীশ অর্থমন্ত্রী একটি চামড়ার ব্যাগে ভরে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যায়ের হিসাব পার্লামেন্টে নিয়ে যেতেন। সেটা থেকেই বাজেট শব্দের উৎপত্তি। আমাদের সংবিধানের ৮৭ (১) অনুচ্ছেদে এই বাজেটকে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (Annual Financial Statement) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ঐ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের ঐ আর্থিক বিবৃতি থাকা বাধ্যতামুলক। আমাদের বাজেটে আয়কে প্রাপ্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বাজেটের সংজ্ঞা

"বাজেট হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের বিবরণ, যেখানে আর্থ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জড়িত।" এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে যে চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ঃ (১) বাজেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যা আমাদের ক্ষেত্রে ১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত। এটা ষান্মাসিক, মাসিক বা দৈনিকও হতে পারে। (২) বাজেটে থাকবে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিবরণ (৩) সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণ এবং (৪) আর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া।

বাজেট প্রণয়ন

যারা বাজেটের টাকা খরচ করবে তাদের হাতে সর্ব প্রথম বাজেট প্রণীত হয় অর্থাৎ সরকারের নির্বাহী শাখা বা Agencyর হাতে। তারপর অনুমোদন প্রক্রিয়া হয় সংসদে। অত:পর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হয় নির্বাহী অফিস বা সংস্থায় এবং সর্বশেষ বাজেটের অডিট ও মূল্যায়ন হয় হিসাব বিভাগের হাতে। হিসাব বিভাগের কার্যক্রম

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

আবার প্রথম ধাপে তার পরবর্তী বছরের বাজেট প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়।

বাজেট প্রক্রিয়ার ৪টি ধাপ নিচে দেখানো হলো ঃ

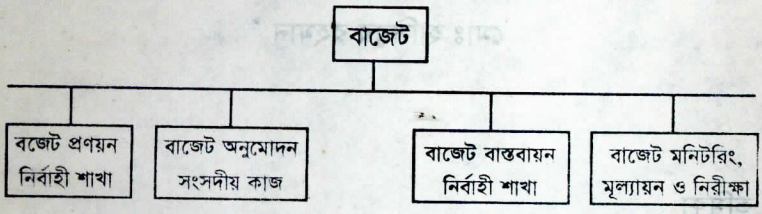

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী

সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হবে

(ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তার দপ্তর-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়;

* * *

(খ) (অ) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার,

(আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ,

(ই) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,

(ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণ,

(উ) সরকারী কর্ম-কমিশনের সদস্যদিগকে দেয় পারিশ্রমিক;

(গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারী কর্মকমিশনের কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিক সহ প্রশাসনিক ব্যয়;

(ঘ) সুদ, পরিশোধ-তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তার ক্রম-পরিশোধ এবং ঋণসংগ্রহ-ব্যপদেশে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গৃহীত ঋণের মোচন- সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণ সংক্রান্ত সকল দেনার দায়;

(ঙ) কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ অর্থ; এবং

(চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলে ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

বাজেট ক্যালেন্ডার

ক্রমিক নং	বিবরণ	শেষ তারিখ
১	মন্ত্রণালয় / বিভাগের বাজেট হিসাব সমূহ মুদ্রণ	৩১শে জুলাই
২	বাজেট মুদ্রণ এবং বিতরণ (হিসাব প্রণয়নকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাদের ফরম সমূহ)	৩১ শে আগষ্ট
৩	বাজেট ফরমের প্রস্তুতি, মুদ্রণ এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ	৩০শে সেপ্টেম্বর
৪	হিসাব প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক হিসাব সমূহ পেশ	১০ই অক্টোবর
৫	তিন মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের খতিয়ানসহ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে হিসাব রক্ষণ অফিসে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে হিসাব প্রাপ্তি	৩১শে অক্টোবর
৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হইতে তিন মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের খতিয়ান সহ একত্রীকৃত হিসাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্তি	২৫শে নভেম্বর
৭	অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাজেট হিসাব পরীক্ষার সমাপ্তি	২০শে জানুয়ারী
৮	অর্থ মন্ত্রণালয়ে নতুন ব্যয়ের অনুসূচী প্রাপ্তি	২২শে জানুয়ারী
৯	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হইতে ছয় মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রাপ্তি	১৫ই ফেব্রুয়ারী
১০	ছয় মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক হিসাব সমূহের পুনঃপরীক্ষা সমাপ্তি	২৮শে ফেব্রুয়ারী
১১	বাজেটের প্রথম সংস্করণ এবং নতুন ব্যয়ের অনুসূচী প্রস্তুতি এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১লা মার্চ
১২	মন্ত্রণালয় হইতে বাজেটের প্রথম সংস্করণ প্রাপ্তি এবং মন্ত্রণালয় /বিভাগ সমূহে প্রেরণ	১০ই মার্চ
১৩	উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পূর্বাভাস	১৪ই মার্চ
১৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে হিসাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্তি	২৮শে মার্চ
১৫	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হইতে চূড়ান্ত উন্নয়ন কর্মসূচী প্রাপ্তি	৮ই মার্চ
১৬	বাজেট দলিলপত্রসমূহের প্রস্তুতি এবং মুদ্রণ	মে

বাজেট প্রস্তুত করণ

১০ই অক্টোবরের মধ্যে এজেন্সি নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট পাঠালে সেই কর্মকর্তা এজেন্সি প্রতিষ্ঠান বা খরচ করার অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরবর্তী বছরের বাজেট প্রাক্কলন চলতি অর্থ বছরের ৩ মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রকৃত খরচের বিবরণসহ তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। একটি অনুলিপি নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা সিজিএ অফিসেও পাঠান।অর্থ মন্ত্রণালয় তখন প্রতিটি ব্যয়ের প্রস্তাব প্রচলিত নিয়মে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন। এ পর্যন্ত ২০শে জানুয়ারী এসে যায় এবং এর মধ্যে সিজিএ অফিস থেকে ৬ মাসের (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রকৃত খরচের একটি সমন্বিত বিবরণী অর্থ মন্ত্রণালয়ে এসে যায়। অর্থ মন্ত্রণালয় এই ৬ মাসের প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে বাজেট আলোচনা করে তার কাজ সমাপ্ত করে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করে এবং পাশ করার জন্য তা সংসদে

পাঠায়। সংসদে প্রথমে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব তারপর সংসদ সদস্যদের মধ্যে দায়যুক্ত ব্যয়ের উপর আলোচনা পর্ব এবং সর্বশেষ অন্যান্য খরচের (সরকারী কর্মচারীদের বেতনাদি ও উন্নয়ন বাজেট)- এর উপর ভোট পর্ব শেষ করে আবার রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর বাজেট পাশ হয়।এই সমস্ত কাজকর্ম ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা।

বাজেট অনুমোদন

যে নির্বাহী অফিস বাজেট খরচ করবে তারা বাজেট ক্যালেন্ডার (পূর্ব পৃষ্ঠায় সংযোজিত ছক) অনুযায়ী বাজেট তৈরী করে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় তা ঠিকঠাক করে পাঠায় অর্থবিভাগে এবং অর্থ বিভাগ প্রেরণ করে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ প্রেরণ করে থাকে রাষ্ট্রপতির নিকট। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর তা সংসদে যায়। সংসদে প্রথম বাজেটের উপর প্রশ্নোত্তর (সংসদ সদস্যদের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর) পর্ব চলে; তারপর চলে সদস্যদের মধ্যে দায়যুক্ত ব্যয়ের উপর আলোচনা পর্ব এবং সর্বশেষ ভোট পর্ব চলে। সংসদে পাশ হবার পর আবার তা যায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলেই তা এ্যাক্ট রূপে পাশ হয় এবং রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর না দিলেও ৭ (সাত) দিন পরে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হয়; কারণ অর্থ বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আগে গ্রহণ করেই পরে সংসদে প্রেরণ করা হয়।

বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়করণ

বাজেট পাশ হবার পরই অর্থ বিভাগ থেকে বাজেটের বই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে যায়, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এজেন্সি, জেলা অফিস বা নির্বাহী অফিসে বরাদ্দ পাঠালেই বাজেটের টাকা ক্রমান্বয়ে খরচ হয়। উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দের বদলে ফান্ড রিলিজ হয় এবং সেক্ষেত্রে ১ম থেকে ৪র্থ কিস্তিতে বাজেটের টাকা খরচ হয়। তারা রাজস্ব বাজেটের মত প্রতি মাসেই বাংলাদেশ ব্যাংকেও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে যান না। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিস থেকে টাকার চেক তোলে ব্যাংকে জমা রেখে ধীরে ধীরে খরচ করেন। চতুর্থ কিস্তির টাকায় ডি এস এল (ঋণাংশ ও সুদ) পরিশোধিত হয়েছে কি না তা দেখার জন্য অর্থ বিভাগের অনুমোদন লাগে।এক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনকেও দেখাতে হয় যে ডি এস এল পরিশোধিত হয়েছে। এ ডি পি বহির্ভূত প্রকল্পে প্রতি কিস্তি রিলিজ এর সময়ই পরিকল্পনা কমিশনে যেতে হয়। এ ডি পি বহির্ভূত প্রকল্প Feasibility Study and ECNEC এর অনুমোদন ছাড়াই এ ডি পি তে গৃহীত হয়ে বাস্তবায়িত হয় এবং পরে এর Feasibility Study and ECNEC এর অনুমোদন হয়। উন্নয়ন বাজেট সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানে কিছু লেখা নাই। অনুচ্ছেদ ৮৭ এর (২) এর (ক) ও (খ) এ লিপিবদ্ধ আছে সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয় (চার্জড) এবং অন্যান্য ব্যয়ের কথা। দায়যুক্ত (চার্জড) ব্যয়ে আছে, যে সমস্ত অফিসে Constitutional Post (যারা Constitution ছাড়া অন্য কারো অধীন নহেন) আছে, সেই সমস্ত অফিসের ব্যয়ের কথা (এটা সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আছে পূর্ববর্তী এক পৃষ্ঠায়)। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে আছে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়ন বাজেট। সংসদে দায়যুক্ত ব্যয়ের উপর আলোচন চলে কিন্তু ভোট প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্যান্য ব্যয়ের উপর ভোট প্রয়োজন হয় এবং তা কমানো যায়, কিন্তু বাড়ানো যায় না। এই সম্পর্কে সংসদে Economy Cut, Policy Cut and Token

Cut Motion চলে থাকে। অন্যান্য ব্যয় Demand for Grants বা মঞ্জুরী দাবী এবং উপযোজন (উন্নয়ন) আকারে পেশ করতে হয়। উন্নয়ন বাজেটে ব্যয়ের খাত আছে কিন্তু আয়ের খাত নাই। পরিকল্পনা কমিশন নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর অনুমোদিত এ ডি পি (২০শে মার্চ) অর্থ বিভাগে পাঠায়, অর্থ বিভাগ এ ডি পির প্রকল্প ওয়ারী বরাদ্দগুলোকে বিভিন্ন খাতে-উপখাতে সাজিয়ে একটি উন্নয়ন ব্যয় বিবরণী তৈরী করে থাকে। এটাই এডিবি বা উন্নয়ন বাজেট। উন্নয়ন বাজেটও ভোটেড এক্সপেন্ডিচার। Non Constitutional Posts এর অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়ন বাজেটই 'অন্যান্য ব্যয়'। এটা মঞ্জুরী দাবী ও উপযোজন (উন্নয়ন) আকারে সংসদে পেশ করা হয় পাশের নিমিত্তে।

বাজেটের সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় টেকনিক্যাল বিষয়াদি

(১) Exchequer (২) সংযুক্ত তহবিলের (Consolidated Fund) দায়মুক্ত (Charged) ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় (উপরে আলোচিত হয়েছে) (৩) Appropriation Bill (4) Money Bill, Finance Bill (5) On Account Vote (6) Account Current & CDVAT (7) Major Head, Minor Head (৮) বাজেটে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (৯) বাজেটে সংসদের ক্ষমতা (১০) অর্থ-বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও হিসাব নীরিক্ষা অফিসের সম্পর্ক(১১) বিভিন্ন খাত, উপ-খাত (১২) Suspense Account (১৩) সংশোধিত বাজেট, সম্পূরক বাজেট ও Excess Budget (14) 65-Miscellaneous Head (15) Ways & Means Committee, সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের National Exchequer। সরকারের সমস্ত প্রাপ্তি বা আয়ই এখানে জমা থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারী অফিস নয়; তবে সরকারের সাথে অন্য যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা অফিসের মধ্যকার লেনদেনের মধ্যস্থতা এই ব্যাংকই করে থাকে।

নোট ও কারেন্সী

অর্থ বিভাগ যে ১ টাকা বা ২ টাকার নোট ছাপায়, তা কারেন্সী এবং ৫ থেকে ৫০০ টাকার নোট বাংলাদেশ ব্যাংক ছাপিয়ে থাকে। এর জন্য রিজার্ভ প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন নোটে উল্লিখিত টাকায় লেখা থাকে "এর বাহককে চাহিবা মাত্র দিতে বাধ্য থাকিবে" তা ১ টাকা বা ২ টাকার নোট। তার মালিকই সরকার। বাকী নোটের মালিক বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকার একান্ত অভাবের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধার করতে পারেন Ways & Means Wing এর যুগ্ম সচবিকে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠিয়ে (বন্ড সহ)। বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ (বৈদেশিক মুদ্রায়) রেখে নোট ছাপাতে পারে। বন্যা, খরা প্রভৃতিতে শস্য নষ্ট হলেও বিদেশ থেকে এই রিজার্ভের অর্থ ব্যয় করে তা আমদানী করা যায় বলে মুদ্রাস্ফীতি জনিত কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়ে না।

Excess Expenditures

Public Accounts of the Republic এর টাকা মে-জুনে খরচও Excess Expenditures। সরকারের ক্রসড চেক কখনো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডিজঅর্নার হয় না। সরকারের অর্থ বিভাগের টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে না থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংক তা দিয়ে দেয়। সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধার নিলো এই মর্মে ঐ টাকার অংক ঋণ ও অগ্রিম খাত-৭৮ এ লিপিবদ্ধ থাকবে। প্রয়োজনে সরকার অর্থ বিভাগের Ways & Means Committee এর মাধ্যমে

এর যুগ্ম সচিবকে একটি রিকুইজিশন স্লিপ দিয়ে বন্ড সহ পাঠিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে পারে। এতে অর্থ মন্ত্রী বা অর্থ সচিবের টেলিফোন লাগে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের উপরে গেলে পেনালটি সুদ লাগে। Excess Budget Unexpectd Budget থেকে ভিন্ন এই কারণে যে, এক্সেস বাজেটে সরকারের টাকা থাকে না; বাংলাদেশ ব্যাংক ধার দেয়। কিন্তু Unexpected Budget-এ সরকারের টাকা থাকে এবং তা অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে খরচ করতে হয়।

Supplementary Budget

সংশোধিত বাজেট বা Revised Budget এর টাকা যদি বেঁচে যায় এবং যদি Reappropriation বা পুনঃ উপযোজন না হয়, তখন ঐ টাকা ৩০শে জুনের মধ্যে সরকারের নিকট Surrender করতে হবে। Surrender অথবা Reappropriation Statement অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবে। সংশোধিত বাজেটে বর্তমান বছরের বাজেট এষ্টিমেটের চাইতে বেশী টাকা যদি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রযোজনে খরচ করা হয়, তখন আলাদা একটি সম্পূরক বাজেট নামের বইতে সংসদ থেকে ঐ খরচের অনুমোদন নিতে হয়; সামনের বছরের বাজেট এষ্টিমেটের সাথে। সম্পূরক বাজেটও অর্থবিল। এতে আগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়েই পরে সংসদে উপস্থাপনের কথা। তাই "রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে" উপরে বলা হলো।

Unexpected খাত

এটা কোন নতুন খরচের বিষয় নয়। যেমন পে-কমিশন এর জন্য কোন একটা পরিমাণে বেতন খাতে বেশী টাকা দেয়া হলো। কিন্তু বাস্তবায়নের সময় দেখা গেলো আরো বেশী টাকা লাগে, তখন এই খাত থেকে টাকা খরচ করতে হয়, অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে। উন্নয়ন বাজেটে Unexpected খাত এর বদলে থাকে আন-এ্যালোকেটেড এ্যামাউন্ট, যখন Project Identify করা হয়নি তখন Un-Allocated Ammount রাখা হয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের কমিটমেন্ট প্রজেক্ট-এর জন্য, যেগুলো সম্পর্কে আগে চিন্তা ভাবনাই করা হয়নি। এরও Feasibility Study এবং একনেক-অনুমোদন হয়, তবে পরে। এটা ADP বহির্ভূত হলেও পরে ADPএর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়। এটা রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় বা Feasible, তাই একে উপেক্ষা করা যায় না।

Money Bill & Finance Bill

অর্থ জড়িত আছে এমন বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত সংসদে পাঠানো যাবে না। শুধু অর্থ জড়িত থাকলেই Money Bill হবে না; সংসদের Speaker কে এই মর্মে প্রতিটি বিলেই সার্টিফিকেট দিতে হবে যে তা Money Bill। নতুন কর আরোপ একটা Money Bill, কিন্তু কর কমানো একটা Finance Bill, তাতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সংসদে যাওয়ার পূর্বে দরকার নেই। কিন্তু সংসদে পাশ হলেও পরে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত কোন টাকাই খরচ করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময় পরের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। নির্দিষ্টকরণ আইন সংসদে পাশ না হওয়া পর্যন্তও কোন টাকা খরচ করা যায় না।

Appropriation Bill

৯০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দিষ্টকরণ আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত ব্যতিক্রম ব্যতিত সংযুক্ত তহবিলের কোন অর্থই খরচ করা যাবে না। কৃষি, শিল্প, সচিবালয় ইত্যাদি খাতওয়ারী বাজেট পাশ হতে হয়। কৃষি, শিক্ষা, পুলিশ এর বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন অংক বরাদ্দ থাকে। এটাই নির্দিষ্টকরণ আইন। সংসদ নির্দিষ্টকরণ বিল পাশ করেই রাষ্ট্রপতিকে বাজেটের টাকা খরচ করার ক্ষমত দিয়ে থাকে। সমস্ত খরচই রাষ্ট্রপতির নামে হয়।

Reappropriation

ক) যে সমস্ত ক্ষেত্রে পুনঃ উপযোজন করা যাবেনাঃ

(১) বেতন খাত থেকে অন্য আইটেমে এবং অন্য আইটেম থেকে বেতন খাতে (২) পুনঃ উপযোজনকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরের তহবিলের ভিতর পুনঃ উপযোজন করা যাবে না (৩) পরবর্তী বছরেও খরচ করলে চলবে এমন স্থানে ও পুনঃ উপযোজন করা যাবেনা।

খ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃ উপযোজন সম্ভব ঃ

(১) বেতন থেকে অন্য আইটেম ও অন্য আইটেম থেকে বেতনে (২) Charged expenditure দিতে হবেই (অন্যান্য বেতন আগে রাজা/রাণীর দয়া ছিল এবং তা কাজের হিসাবে ছিল না)। Charged expenditure হতে অন্যান্য ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় হতে Charged expenditure এ (৩) ডাক, তার ও টেলিফোন, বিদ্যুৎ পানি (ওয়াসা), পৌর কর বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত তহবিল, যেমন Account Current বা CDVAT এর জন্য (অন্যান্য উদ্দেশ্যমূলক খরচের জন্য বিতর্ক না উঠলেও POL যানবাহন ক্রয় ও মেরামত ইত্যাদির জন্য বিশেষ কারণে বিতর্ক উঠে থাকে) ব্যয় অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃউপযোজন করা যায়।

CDVAT & Account Current

CDVAT হচ্ছে Custom duty & আগের Sales Tax। এটা প্রায়ই পরিশোধিত হয়না; তাই বাজেট পাশ করার সময়ই বন্দরের ব্যাংকে ঐ অফিসের নামে একটা হিসাবে টাকা রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা সহজেই CDVAT প্রদানে ব্যয়িত হয়। CDVAT থেকে আয়ই এখন মুখ্য আয়। এটা বিভিন্নস্তরে আদায় হয় এবং এই কারণে এর পরিমাণ দিন দিনই বাড়ছে। আগে শুধু সর্বশেষ স্তরে Sales Tax হিসাবে তা আদায় হতো। অর্থনীতির উন্নয়ন হবার জন্যও এর অংক বৃদ্ধি পেয়েছে।

Major Head and Minor Head

অর্থ বিভাগের অনুমোদন ব্যতিত মুখ্য খাতের টাকা অন্য কোন খাতে সরানো যায় না। গৌণ খাতের, উপ খাতের টাকা Head of the Department এক স্থান হতে অন্য উপখাতে ব্যয় করতে পারেন। বাজেট প্রণয়নের সময় পুনঃউপযোজন ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়।

বিভিন্ন খাত

(ক) ১-১০০ পর্যন্ত রাজস্ব ও অন্যান্য প্রাপ্তি (খ) ১০১-২০০ পর্যন্ত রাজস্ব ব্যয় (গ) ২০১-৩০০ পর্যন্ত উন্নয়ন বাজেট। মুখ্য খাত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক, গৌণ খাত ও

উপ-খাত উদ্দেশ্য ভিত্তিক। যেমন-গৌণ ও উপ-খাত বিভাগীয় প্রধান পরিবর্তন করতে পারেন। যেমন ১২৩ এর ১ পুলিশ খাতের পরিচালনা ব্যয়। ৩০০ এর উপরের খাতগুলি Public Accounts of the Republic যেমন G. P. fund এর টাকা।

Demand for Grants

Non constitutional Post এর অফিসের অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়ন বাজেট অন্যান্য খরচ বা Demand for Grants বা মঞ্জুরী দাবী এবং উপযোজন (উন্নয়ন) আকারে সংসদে পেশ করতে হয়। Demand হচ্ছে চাহিদা এবং Grants হচ্ছে মঞ্জুর করার আবেদন।

সংসদে বাজেট অনুমোদনের কতিপয় ব্যতিক্রম এবং Vote on Account

(১) অনুচ্ছেদ ৯২(১) অনুযায়ী ১লা জুলাইর আগে বাজেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাশ না করা গেলে সংসদ বাজেটের যে কোন অংশ ব্যয় করতে অগ্রিম মঞ্জুরী দিতে পারে। তা সংসদের বিশেষ ক্ষমতা এবং এরই নাম Vote on Account (২) অনুচ্ছেদ ৯২ (৩) (খ) ১লা জুলাইতে বাজেট পাশ নাহলে এবং সংসদও Vote on Accountএ খরচের অনুমোদন না দিলে রাষ্ট্রপতি ৬০দিনের ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন দিতে পারেন। সংসদকে সংযুক্ত তহবিলের অর্থ প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। (৩) সংসদ ভেঙ্গে গেলে জুন-জুলাইতে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩(৩) অনুচ্ছেদ বলে অর্ডিনান্স দিয়ে বাজেট দিতে পারেন। পরবর্তী সংসদ এলে তা উপস্থাপন করতে হয়।

65 Miscellaneous খাত

কোন খাতে টাকা জমা দিতে হবে যখন ঠিক করা হয় না তখন উপরের এই খাতে জমা দিতে হয়। যখন কোন একটি বিষয়ের আয় ও ব্যয় খাত নাই তখনই এরূপ করতে হয়।

Suspense Account

অর্থ বিভাগের বাজেট, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়না, তখন এই Account এ Book Keeping করতে হয়। এই Account এর টাকার হিসাব যখন মহা-হিসাব রক্ষকের অফিস সময়ের বিবর্তনে মিলাতে পারে তখন আয়ের টাকা ৯৪ নং খাতে এবং ব্যয়ের টাকা ৩১৪ (সুদমুক্ত অগ্রিম) নং খাতে জমা হয়ে যায়। বকেয়া বেতন পরিশোধ করলে এবং গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃ, পৌরকর, বাড়ীভাড়া, বিভিন্ন কর ঠিকমত আদায় হলেই হিসাব সময়ের বিবর্তনে মিলতে বাধ্য।

Treasury Bill and Inflation Control

সরকার Treasury Bill ছেড়ে অর্থের সংকুলান করতে পারে টাকা না ছাপিয়ে। এভাবেও Inflation নিয়ন্ত্রণ হয়। Bond বিক্রি করেও টাকা সংগ্রহ করা যায়। এভাবে বাজার থেকে টাকা তুলে আনা ও মুদ্রাস্ফীতি কমানো যায় (পে স্কেলের টাকা সঞ্চয় পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ ও দাম কমাবার একটা উপায়, এতে সুদ পাওয়া যাবে অনেক।

TOE: (Table of Organizational Equipments)

বাজেটে টাকা থাকলেই তা খরচের অনুমতি দেওয়া যায় না। অন্যান্য প্রশাসনিক দিকও দেখতে হয়। গাড়ী কিনতে হলে তা TOE তে থাকতে হবে। Posts এর অস্তিত্ব আছে কি না, না উঠে গেছে তাও দেখতে হবে। এরূপ অনেক কিছু দেখার আছে। TOE তে না থাকলে ঐ খরচের জন্য অডিট আপত্তি উঠতে পারে। ধীরে ধীরে আপত্তি না মেটালে তা ডিপি হলেই Comptroller & auditor general এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট এবং সেখান থেকে সংসদীয় কমিটিতে গেলেই প্রিন্সিপ্যাল এ্যাকাউন্টিং অফিসারকে ঐ কমিটিতে অডিট আপত্তির জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এটা খুবই কঠিন কাজ। DP হচ্ছে Draft Para অডিট আপত্তি সংক্রান্ত টেকনিক্যাল টার্ম। অডিট আপত্তি বহুদিন অমীমাংসিত থাকলে সর্বশেষ এটা হয়। দেখতে হয় এটা যেন না হয়। এটা হলেই মন্ত্রণালয়ের সচিবকে (Principal Accounting Officer হিসাবে) সংসদীয় কমিটিতে জবাবদিহি করতে হয় এবং কমিটির সংসদ সদস্যদের (সাংসদের) বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝাতে হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হয়।

সংশোধিত বাজেট

গত বছরের বাজেট এষ্টিমেট বিগত তিনমাস ও ৬ মাসের সত্যিকার খরচ দেখে অর্থ বিভাগে বাজেট আলোচনা সভায় রদ বদল করতে হয়, তা সংশোধিত বাজেট বা Revised Budget। গত বছরের বাজেট এষ্টিমেটের চাইতে বেশী টাকা দেওয়া হলেই এতে সংসদের পূর্ব অনুমোদন নেই বলে পরে সম্পূরক বাজেট এর বেশী টাকার জন্য পাশ করানোর দরকার হয়।

সংশোধিত বাজেটে অতি অল্প টাকাই খরচের বাকী থাকে বছর শেষ হওয়ার আগে এবং এটা খুবই অযৌক্তিকভাবে জুন ফাইনালে খরচ করা হয়; এপ্রিল মে মাসের বাজেট আলোচনা সভায় আলোচনা করে নিয়ে। তাই অর্থ বিভাগের আলোচনা সভায় এর যৌক্তিকতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যেহেতু এই বাড়তি টাকাটা গত বছরের বাজেট এষ্টিমেটের সহিত সংসদে আলোচনায় বা ভোটে আসেনি বলে এর সংসদ অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তাই এটা সম্পূরক বাজেট নামে আগামী বছরের বাজেট এষ্টিমেটের সঙ্গে সংসদে পেশ করে ভোটে ও আলোচনায় দিতে হয়। এ যাবৎ অনেক দিন ধরে এই ধরনের সম্পূরক বাজেট আলোচনায় আসেনি। 'টাকাটি আগেই খরচ হয়ে গেছে বিধায়' এই ধরনের শোনা যায়।

আগামী বছরের বাজেট এষ্টিমেটই অর্থ বিভাগের বাজেট আলোচনা সভার মুখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎসসমূহ

উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস সমূহ হচ্ছে (১) রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত (২) বৈদেশিক ঋণ (৩) বৈদেশিক ঋণের কাউন্টার পার্ট ফান্ড (৪) বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্ত (৫) ইনভেষ্টমেন্ট সিডিউল এর উদ্বৃত্ত (যা প্রাইভেট বিনিয়োগ হতে আসে) (৬) সারচার্জ (৭) এডিপি ঋণ হতে ডিএসএল সংগ্রহ।

বৈদেশিক ঋণঃ

বৈদেশিক ঋণের একাংশ Direct Project Aid এবং অন্য অংশ Re-imburseable Project Aid দ্বিতীয়টি আবার দুই ভাগে বিভক্ত GOB অংশ এবং Special Account। GOB অংশ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসই বিল পাশ করার মাধ্যমে ছাড় করে থাকে, কিন্তু Special Account এর সঙ্গে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক আছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের। Special Account আবার ৪ ভাগে বিভক্ত। SAFE.

Imprest Account, CONTASA, DOSA (SAFE=Special Account for foreign exchange) বাংলাদেশ ব্যাংকেই থাকে এর আসল Account এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থের অবমুক্তি ঘটে। অর্থবিভাগই বলে দেয় কোন অফিসের একাউন্ট নম্বর কত। Imprest Account এ থাকে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ (ADB)। এর কার্যক্রম ও SAFE Account এর মতই। CONTASA= Convertable Taka Special Account এ Operate হয় IDA ঋণ এবং DOSA= Dollar special Account এর সঙ্গে Commercial Bank এর কোন সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গেই সমস্ত লেনদেন চলে।

এখানে মজার বিষয় এই যে টাকা না তুলতে পারার জন্য অনেক Aid Utilize হয় না। টাকা তোলাটাও একটা জটিল এবং Technical বিষয়। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। UNDP ছাড়াও CIDA, SIDA, USAID এর নিকট যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারলে TA প্রজেক্ট সহজেই পাওয়া যায়।

DSL

DSL হচ্ছে Debt Servicing Liability এটা ঋণাংশ ও সুদ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর টাকা (ADP) সুদ ও আসল Ammortization Schedule মোতাবেক শোধ করতে হয়। তাই DSL হচ্ছে ঋণাংশ ও সুদ। অর্থ বিভাগের দায়িত্ব এটা পরিশোধ হচ্ছে কিনা তা দেখার। তাই এ ডি পির চতুর্থ বা শেষ কিস্তির টাকা তুলতে অর্থ বিভাগের অনুমোদন লাগে। জি পি নোট (গভর্ণমেন্ট প্রমিজারী নোট) রিজার্ভ রেখে ঘাটতি বাজেটে সরকারকে জনগণের নিকট থেকে টাকা ধার করতে হয়। ভর্তুকী দিতে হয় কৃষি ও শিল্পে। উৎপাদন না বাড়লেই সরকার কথামত ঋণ শোধ করতে পারে না। যদি কথামত এই টাকা জনগণকে পরিশোধ করা না হয়, তখনই দাম বাড়ে (বন্যা ও খরাজনিত কারণে উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়াতে এবং হরতাল, ধর্মঘট, বিদ্যুতের লোডশেডিং এর জন্য শিল্পের উৎপাদন পরিকল্পনামত না হওয়াতে)।

Ammortization Schedule

কত বৎসরে, কত কিস্তিতে ঋণ ও সুদ পরিশোধ করতে হবে তার একটি শর্ত সমন্বিত তালিকাই Ammortization Schedule. ADP ঋণ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এই সিডিউল অনুযায়ী পরিশোধ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের হয়ে অর্থ বিভাগ তা আদায় করে। বিদেশী সংস্থাকে অনেক সময় SLA (Subsidiary loan Agreement) অনুযায়ী ৩% সুদ দিয়ে দেশী বিনিয়োগকারী হতে ১৩% সুদ আদায় করে সরকার সুদের ব্যবসা করে আয় করে থাকে।

Moratorium

এটা পাওনা ঋণ ও সুদের কিস্তি আপাতত স্থগিত রাখার বিষয়। বিশেষ লোকসান ও অর্থাভাবের সময় এটা করতে হয় এবং পরে আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হলে এই সময়ের সুদের টাকা সহ ঋণাংশ ও সুদ পরিশোধ করতে হয়। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা Exchequer এর টাকা কোথায় কি আছে তার একটা চিত্র এখানে দেওয়া হলো।

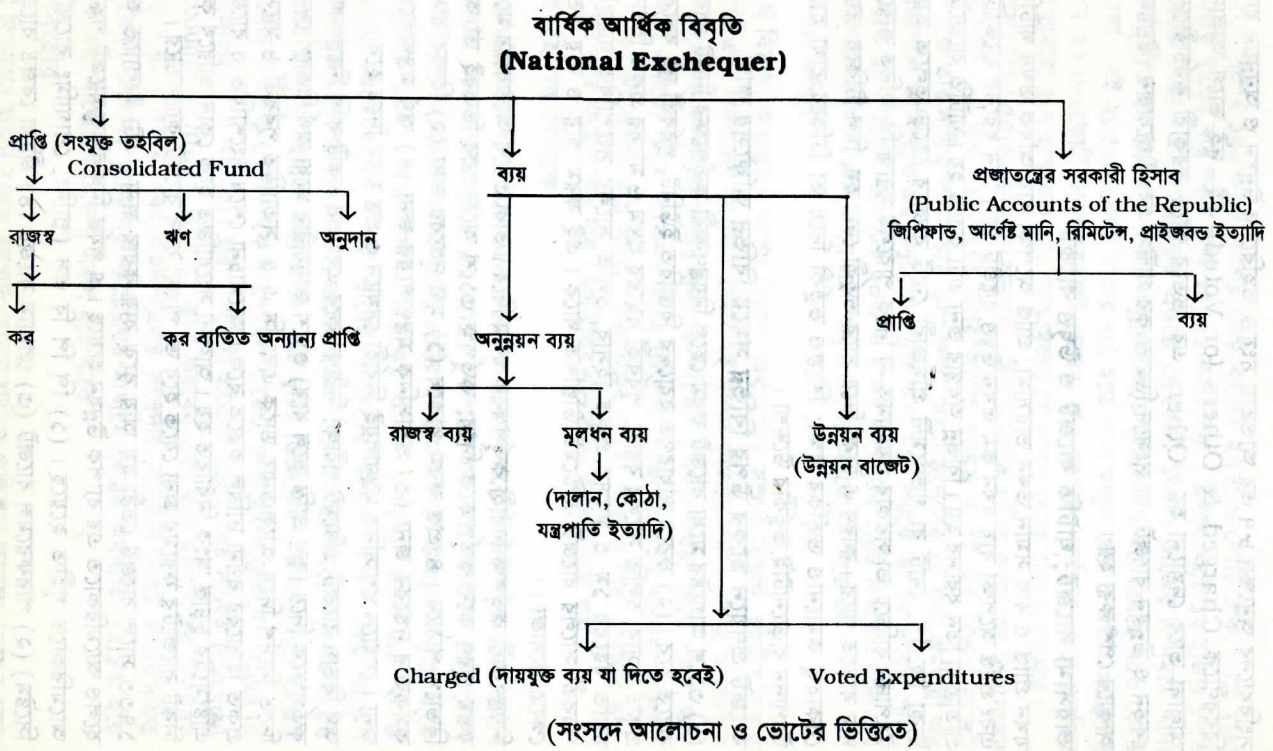
বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
(National Exchequer)
প্রাপ্তি (সংযুক্ত তহবিল)
Consolidated Fund
রাজস্ব
ঋণ
অনুদান
কর
কর ব্যতিত অন্যান্য প্রাপ্তি
ব্যয়
অনুন্নয়ন ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়
মূলধন ব্যয়
(দালান, কোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি)
উন্নয়ন ব্যয়
(উন্নয়ন বাজেট)
প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব
(Public Accounts of the Republic)
জিপিফান্ড, আর্ণেষ্ট মানি, রিমিটেন্স, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি
প্রাপ্তি
ব্যয়
Charged (দায়যুক্ত ব্যয় যা দিতে হবেই)
Voted Expenditures
(সংসদে আলোচনা ও ভোটের ভিত্তিতে)

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৭ এর আওতায় সংযুক্ত তহবিলের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় বিবরণীকে Charged & Others (or Voted) এই দুই ভাগে আলাদা আলাদা ভাবে দেখানো হয়। Others এর ভিতরে আছে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়ন বাজেট, যা সংসদে ডিমান্ড কর গ্রান্টস এবং উপযোজন (উন্নয়ন) আকারে পেশ করা হয়।

ভারসাম্য বাজেট, ঘাটতি বাজেট ও উদ্বৃত্ত বাজেট

যখন প্রাপ্তি ও ব্যয় সমান তখন ভারসাম্য, প্রাপ্তি অপেক্ষা ব্যয় অধিক তখন ঘাটতি এবং প্রাপ্তি অপেক্ষা ব্যয় যখন কম তখন উদ্বৃত্ত বাজেট হয়। তিন ধরনের বাজেটের প্রতিক্রিয়া তিন ধরনের হয়। বিভিন্ন অবস্থার জন্য এটা করতে হয়। ঘাটতি বাজেটের টাকা জি, পি, নোট বা গভর্ণমেন্ট প্রমিজারী নোট বাজারে ছেড়ে তুলতে হয়। উৎপাদন বাড়িয়ে তা সরকার ওয়াদামত না দিতে পারলেই মুদ্রাস্ফীতি জনিত কারণে দাম বাড়তে পারে। কারণ এ টাকা দিয়ে সারে ভর্তুকী দেয়া হয়, মিল টিকিয়ে রেখে বেকারত্ব কমানোও ভর্তূকির লক্ষ্য; শিল্পেও ভর্তুকী দিয়ে তা টিকিয়ে রাখা হয়। উৎপাদন বাড়ানোটাই ভর্তুকীর উদ্দেশ্য।

বাজেট প্রণয়নে ছকের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিসের কাজ

(১) ৩১শে আগষ্টের মধ্যে বাজেট ফরম ছেপে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে। (২) ফরমে সাধারণত বরাদ্দের বিস্তারিত ইউনিট, পূর্ববর্তী দুই বছরের প্রকৃত হিসাব, চলতি সালের বরাদ্দ, পূর্ববর্তী বছরের প্রথম ৬ মাসের প্রকৃত হিসাব, চলতি বছরের ১ম ৩ মাসের প্রকৃত হিসাব, চলতি সালের সংশোধিত বাজেট, পরবর্তী সালের বাজেট এস্টিমেট উল্লিখিত থাকে। এই ফরম আয় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে ফরম দিবে। তারা ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে ফরম পূরণ করে কর্তৃপক্ষকে দিবে; কর্তৃপক্ষ ৩১শে অক্টোবরের ভিতরই তা অর্থ বিভাগে পাঠাবে। ৪ প্রস্ত ফরম থাকবে (১) মূল দপ্তরের জন্য (২) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরের জন্য (৩) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জন্য (৪) অর্থ মন্ত্রণালয়ের জন্য। যেখানে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ই নির্বাহী সেখানে ৩ প্রস্ত ফরম দিতে হবে।

অর্থ বিভাগ বাজেট এষ্টিমেট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং এর একটি কপি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে দিয়ে (ভুল ভ্রান্তি তুলে ধরে) ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে অর্থ বিভাগে ফেরৎ দিতে নির্দেশ দিয়ে আলোচনায় ডাকে এবং সি এ ও সত্যায়িত পূর্ববর্তী ৬ মাসের প্রকৃত হিসাবের বর্ণনা দাখিল করতে বলে। আলোচনা শেষে সংশোধিত ও বাজেট এষ্টিমেটের চূড়ান্ত অংক নির্ধারিত হয়। আলাদা সংযোজিত ছকে কোন্ তারিখে কার নিকট বাজেটের ফরমের জন্য যেতে হবে তা পাওয়া যাবে বাজেট ক্যালেন্ডারে।

১৭৩৩ সালে বাজেট তৈরী হয় আয় বুঝে ব্যয় করার জন্য। এটা ইংল্যান্ডে শুরু হলেও আমেরিকাতে এর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত বাজেট পদ্ধতি আমেরিকাতে গৃহীত হয়েছে। (১) পি পি বি এস (প্লানিং, প্রোগামিং বাজেটিং সিষ্টেম) (২) পারফরমেন্স বাজেট (৩) প্রোগ্রাম বাজেট (৪) জীরো বেজড বাজেট (৫) কমপ্রিহেনসীভ বাজেট ইত্যাদি।

বাংলাদেশের ১৯৯৭-৯৮ সালের মোট বাজেট ২৭৭৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব খাতের ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে ১৪৫৪৫কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে ১২ হাজার ৮শত কোটি টাকা। এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পে ৩৮কোটি টাকা। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ২শ ৬৫কোটি টাকা, অনুন্নয়ন খাতে মূলধন ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৫০ কোটি টাকা। এই ২৮৩৯৮ কোটি টাকার ব্যয় হতে খাদ্য মজুদ, ঋণ ও অগ্রিম সমন্বয়ের পর ২৭৭৮৬কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫·৭ ভাগ এবং এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে যাবে ৪৭%প্রায়।

শাসনতন্ত্রের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত রুলস অব বিজনেসের সিডিউল-১এ অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব বলেই অর্থ বিভাগ বাজেট সম্পর্কে তার দায়িত্ব পালন করে এবং রুলস অব বিজনেসের ১০ ধারা অনুযায়ী অর্থ বিভাগকে জানিয়ে ও এর অনুমোদন নিয়ে অন্য মন্ত্রণালয়কে আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। উন্নয়ন বাজেটের ২০টি ও রাজস্ব বাজেটের ২৯টি বিষয়ে এখনো অর্থ বিভাগকে কনসাল্ট করতে হয় এবং অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিতে হয়।

সম্পদ কমিটি

অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিই সম্পদ কমিটির সদস্য। তারা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ বাজেটের জন্য কি পরিমাণ (অর্থ) পাওয়া যেতে পারে, তার একটা এষ্টিমেট দিয়ে থাকেন। তারই ভিত্তিতে বাজেটের মহান উদ্দেশ্য সফলের জন্য বাজেট প্রণীত হয়ে থাকে। প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়, প্রবৃদ্ধির হার, বাজেট হতে অনুমান করা যায়। অর্থনীতির গতিবিধিও বাজেটে বুঝা যায়।

মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক

CGA Office দেখে থাকে GFR, FR, ইত্যাদি অনুসারে বাজেট খরচ হচ্ছে কিনা। Audit এর মাধ্যমে C & Ag office (কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল) বাজেট এর সামগ্রিক হিসাব প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করে থাকে (অনুচ্ছেদ ১৩২)। মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (CGA) তাকে এই কাজে সহায়তা করে থাকেন। এই ভাবেই বাজেটের উদ্দেশ্য সফল হয়ে থাকে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ৩ মাস ও ৬ মাসের প্রকৃত খরচ অর্থ মন্ত্রণালয়ে সরবরাহ করেও বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে। এই দুটির ভিত্তিতেই অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাজেট আলোচনা গুরুত্ব পেয়ে থাকে সংশোধিত বাজেট ও বাজেট প্রাক্কলনে। Rules of Business এর ৪ এর (vi) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সচিবই Principal Accounting Officer হিসেবে কাজ করবেন এবং তার মন্ত্রণালয়ের হিসাবের জন্য দায়ী থাকবেন এবং এতদসংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির নিকট জবাবদিহিত্ব করবেন। এভাবেই বাজেটারী কন্ট্রোলের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং বাজেটের উদ্দেশ্য সফল হয়ে থাকে।

উপসংহার

অর্থ বিভাগের প্রধান রাজস্ব বাজেট, স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের (সম্পন্ন হয়ে যাওয়া প্রকল্পের) রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট সমন্বয়েই সরকারের পূর্ণাঙ্গ

বাজেট প্রক্রিয়া গঠিত। এই সকল বাজেট প্রস্তুতের মাধ্যমেই সরকার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সঙ্গে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। বাজেটের আলোচনা পর্বে আসে অর্থ বিভাগ, অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আসে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, রাষ্ট্রপতি এবং সংসদ এবং বাস্তবায়নে আসে প্রস্তুতকারী নিজেই।

গ্রন্থপঞ্জি

১। Hossain Motahar, *The Syetem of Government Budgeting in Bangladesh* 2nd edition in 1987- হোসেইন পাবলিশার্স, ময়নার টেক, বাড্ডা, ঢাকা-১২

২। *বাংলাদেশ সংবিধান।*

৩। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, *বাজেট বরাদ্দ (বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি) ১৯৯৭-৯৮।*

৪। হোসেইন জি, *দি বাজেট অফ দি পিউপিলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ,* প্রগতি প্রকাশনী, ৩৯ ডিঙ্গিপারী রোড, ঢাকা-৪, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৮।

৫। Burkhead, *গভর্ণমেন্ট বাজেটিং,* দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ-১৯৫৯, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত, নিউ ইয়র্ক, John Wiley & Sons, Inc-London Chapman & Hall Limited.

৬। *সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬।*